কম্পিউটার নেটওয়ার্ক ইউনিট
খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।
ডাইরি নংঃ ..... তারিখঃ .....
☐ প্রোগ্রামার
20 JAN 2016
☐ সহকারী প্রোগ্রামার

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
খাদ্য অধিদপ্তর
প্রশাসন বিভাগ
১৬, আবদুল গণি রোড, ঢাকা
www.dgfood.gov.bd

শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে খাদ্য অধিদপ্তরের কর্মপরিকল্পনা (জানুয়ারী-জুন), ২০১৬ সংক্রান্ত সভার কার্যবিবরণীঃ-

(ক) সভাপতিঃ ফয়েজ আহমদ
মহাপরিচালক।
(খ) তারিখঃ ২৭ ডিসেম্বর, ২০১৫ খ্রিঃ।
(গ) সময়ঃ বেলা ০২.০০ ঘটিকা।
(ঘ) স্থানঃ অধিদপ্তরের সভাকক্ষ।

সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের নামের তালিকা পরিশিষ্ট "'ক" তে দেখানো হলোঃ-

উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করা হয়। সভাপতির অনুমতিক্রমে জনাব মোঃ কাওছারুল ইসলাম সিকদার, উপ-পরিচালক (তদন্ত ও মামলা), প্রশাসন বিভাগ শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে খাদ্য অধিদপ্তরের জন্য গঠিত নৈতিকতা কমিটি ও এর কর্মপরিধি এবং তথ্য অবমুক্তকরণ নির্দেশিকা-২০১৫ এর উপর সংক্ষিপ্ত উদ্ধৃতি পূর্বক খাদ্য মন্ত্রণালয়ের শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনার আলোকে অত্র দপ্তরের কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দের সম্মুখে পর্যায়ক্রমে বিষয়/কর্মসমূহ তুলে ধরেন। সংশ্লিষ্ট সকলের অংশগ্রহণের মাধ্যমে সভার আলোচনা ও সিদ্ধান্ত নিম্নে উপস্থাপন করা হলোঃ

ক্রঃ নং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
১।	তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী খাদ্য অধিদপ্তরের বিকল্প কর্মকর্তা নির্ধারণ।	তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী খাদ্য অধিদপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসেবে জনাব সুকুমার চন্দ্র রায়, পরিচালক, সরবরাহ, বন্টন ও বিপণন বিভাগ রয়েছেন। বিকল্প কর্মকর্তা হিসেবে জনাব চিত্ত রঞ্জন ব্যাপারী, অতিরিক্ত পরিচালক, অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ'কে নির্ধারণপূর্বক তথ্য অবমুক্তকরণ নির্দেশিকা-২০১৫ এর অনুসরণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বলা হয়। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের ছবিসহ অন্যান্য সকল তথ্য নোটিশ বোর্ড/ওয়েবসাইটে প্রদানের জন্য সিস্টেম এনালিষ্ট, খাদ্য অধিদপ্তরকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	(ক) তথ্য অবমুক্তকরণের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের তথ্য ওয়েবসাইটে হালনাগাদ করতে হবে। (খ) জনাব চিত্ত রঞ্জন ব্যাপারী, অতিরিক্ত পরিচালক, অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ বিকল্প কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাবৃন্দ এবং সিষ্টেম এনালিষ্ট, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।
২।	শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে সচেতনতা বৃদ্ধি।	শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য খাদ্য অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণ বিভাগে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণ কোর্সে সকল শ্রেণির কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে বলে সিনিয়র ইনস্ট্রাক্টর, প্রশিক্ষণ বিভাগ সভায় জানান। এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ চলমান রাখার উপর সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	শুদ্ধাচার বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ চলমান রাখতে হবে।	প্রশিক্ষণ বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।
৩।	শুদ্ধাচার পদক প্রদান।	উত্তম চর্চার জন্য মাঠ পর্যায়ে আঞ্চলিক দপ্তর হতে অঞ্চল ও পদ ভিত্তিক শুদ্ধাচার পদক প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট সকল আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণ মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর বরাবর প্রতি জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে শুদ্ধাচার পদকের জন্য মনোনিত ব্যক্তিবর্গের তালিকা প্রদান করবেন।এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সততা, দক্ষতা, নিয়মানুবর্তিতা, কর্মনিষ্ঠা, ন্যায়পরায়নতা প্রভৃতি গুণাগুন বিচারে সর্বোত্তম ব্যক্তিবর্গ বিবেচিত হবেন।	শুদ্ধাচার পদকের জন্য প্রতিটি বিভাগ হতে সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণ জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে প্রতিটি পদের একজন কর্মকর্তা/কর্মচারীর নাম মহাপরিচালক বরাবর প্রেরণ করবেন।	আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক (সকল)।
৪।	ওয়েবসাইটে সিটিজেন চার্টার প্রকাশ।	সিটিজেন চার্টার প্রশাসন বিভাগ কর্তৃক প্রস্তুত করা হয়েছে এবং তা ২৯ নভেম্বর, ২০১৫ ওয়েব সাইটে দেয়া হয়েছে বলে সিস্টেম এনালিষ্ট, খাদ্য অধিদপ্তর সভায় অবহিত করেন। অতিরিক্ত মহাপরিচালক, খাদ্য এ চার্টার সংশোধন ও পরিমার্জনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে বলে জানান। পুনরায় ওয়েবসাইটে দেয়ার ব্যাপারে জন্য বলা হলে এক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা রয়েছে মর্মে সিস্টেম এনালিষ্ট জানান। মহাপরিচালক এটুআই এর সাথে এ বিষয়ে আলোচনা করে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সিষ্টেম এনালিষ্টকে নির্দেশ দেয়া যায়।	সিটিজেন চার্টার (হালনাগাদ) ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে।	সিস্টেম এনালিষ্ট, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।
৫।	দরপত্র / কোটেশন ওয়েবসাইটে প্রকাশ ও ই-প্রকিউরমেন্ট ব্যবস্থা প্রবর্তন ও কমিটি গঠন।	দরপত্র/কোটেশন ওয়েবসাইটে প্রকাশ ও ই-প্রকিউরমেন্ট ব্যবস্থা প্রবর্তণে CPTU এর সাথে আলোচনাক্রমে সুপারিশ প্রদানের জন্য সভায় নিম্নোক্ত ০৪ (চার) সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়। (ক) জনাব শেখ জাকির হোসেন, অতিরিক্ত পরিচালক, চলাচল, সংরক্ষণ ও সাইলো বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা। (খ) জনাব পরিমল কান্তি সরকার, অতিরিক্ত পরিচালক, চলাচল, সংরক্ষণ ও সাইলো বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা। (গ) জনাব সজল কান্তি বণিক, অতিরিক্ত পরিচালক, পরিদর্শন, উন্নয়ন ও কারিগরী সেবা বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা। (ঘ) জনাব মামুন আল-মোর্শেদ চৌধুরী, উপ-পরিচালক (চঃ দাঃ), সংগ্রহ বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা। এ কমিটি আগামী ৩০ জানুয়ারী, ২০১৬ এর মধ্যে মহাপরিচালক বরাবর পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন প্রদানের জন্য সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	(ক) দরপত্র/কোটেশন নিয়মিত ওয়েবসাইলে প্রচার করতে হবে। (খ) ই-ফাইলিং ও ই-প্রকিউরমেন্ট বিষয়ে খাদ্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে।	পরিচালক (সকল)

(চলমান পাতা-০২)